প্রথম আলো

তারিখ 12 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ২

মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজিতে মৌখিক-শ্রবণ পরীক্ষা হবে

মোশতাক আহমেদ ●

মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) স্তরের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বিষয়ে ১০ নম্বর করে মোট ২০ নম্বরের শ্রবণ ও মৌখিক (বলা) পরীক্ষা দিতে হবে। এখন শুধু বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এটি কার্যকর হবে, যা বার্ষিক পরীক্ষার মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ করে গ্রেড নির্ণয় করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩ মার্চ এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করেছে। আপাতত বিদ্যালয়ে এটি কার্যকর হলেও পর্যায়ক্রমে জেএসসি, জেডিসি এবং এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষাতেও ইংরেজি বিষয়ে শ্রবণ ও মৌখিক পরীক্ষা চালু করা হবে। এসব পাবলিক পরীক্ষায় কবে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ হবে, তা পরে জানানো হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান *প্রথম আলোকে* বলেন, মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শোনে ও বলে। লেখে কম সময়। বাংলাদেশে বিদ্যালয়, এমনকি উচ্চশিক্ষার পরও অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ইংরেজিতে বলতে পারে না। অন্যের কথাও বুঝতে পারে না। ব্যবহারিক জীবনে যাতে কাজে লাগে, সে জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, এটি খুবই ভালো একটি সিদ্ধান্ত। এর ফলে শিক্ষার্থীদের ইংরেজির ওপর দক্ষতা বাড়বে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই প্রয়োজন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ অনুযায়ী, ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির ইংরেজি প্রথমপত্র 'ইংলিশ ফর টুডে' বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ১০০ নম্বরের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শ্রবণে ১০ নম্বর ও বলায় (স্পিকিং) ১০ নম্বর, পড়ায় (রিডিং) ৪০ এবং লেখায় ৪০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু শ্রবণ ও বলার বিষয়টি এখনো মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শেখানোর ব্যবস্থা না থাকায় এটি কার্যকর করতে পারছে না বিদ্যালয়গুলো। কিন্তু এখন থেকে শ্রবণ ও বলায় ১০ নম্বর করে ২০ নম্বরের মূল্যায়ন হবে, যা চূড়ান্ত গ্রেড নির্ণয়ে যুক্ত হবে। ক্লাস পরীক্ষার মতো করে এখন এই মূল্যায়ন হবে। অবশ্য এই পরীক্ষার আগে অডিও ডিভাইস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে শেখানো হবে।

মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে বলা হয়, ইংলিশ ফর টুডে বইয়ে ৩৬টি শ্রবণ পাঠ্যসূচি জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি অনুমোদন করেছে। এখন শ্রেণিকক্ষে কম্পিউটার কিংবা মুঠোফোনের সঙ্গে অডিও ডিভাইস ব্যবহার করে শ্রবণবিষয়ক পাঠ্যসূচিগুলোর বিষয়ে পাঠদান করতে হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নির্দেশিত ম্যানুয়াল তৈরি করে তাদের ওয়েবসাইটে এবং সরকারের শিক্ষক বাতায়নের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত করবে। তা ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।